কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে আনসার সদস্য কর্তৃক গুলি করে রকিবুল, মিন্টু এবং নজরুল নামে তিন শ্রমিককে হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার হোসেনাবাদ গ্রামে আকিজ গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মজুরি বাড়ানোর দাবি করে আসছিলেন। ১৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় মজুরি বাড়ানোর জন্য আবারো দাবি জানালে মালিকের পক্ষে ফ্যাক্টরীর ব্যবস্থাপক মোঃ খোরশেদ আলম মজুরি বাড়াতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর বাকবিতন্ডা হয়। এই সময় ফ্যাক্টরীতে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আনসার সদস্যরা খোরশেদ আলমের নির্দেশে শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায় বলে অভিযোগে জানা যায়। আনসার সদস্যদের গুলিতে বৈরাগীর চর গ্রামের মৃত ভাদু মাথিলা ও মোছাঃ সূর্যহার খাতুনের ছেলে মোঃ রকিবুল ইসলাম (২৫) এবং মোঃ কছিম উদ্দিন ও বেদেনা খাতুনের ছেলে মিন্টু আলী (২৮) ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এছাড়া ১৬ জুলাই ২০১২ আনসার সদস্যদের ছোঁড়া গুলিতে কৈপাল গ্রামের মোঃ হযরত মোল্লা ও মোছাঃ আনজেরা খাতুনের ছেলে আহত মোঃ নজরুল ইসলামকে (৩৮) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে ১৭ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় তিনি মারা যান বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, দৈনিক একজন শ্রমিক ও একজন সাহায্যকারী একসঙ্গে ১২ হাজার বিড়ি বানাতে পারেন। মালিক পক্ষ এক হাজার বিড়িতে ২১ টাকা হারে মজুরি দেন। ফলে সারাদিন কাজ করে একজন শ্রমিক ২৫২ টাকা, পান কিন্তু সেই টাকা থেকে তিনি সাহায্যকারীকে দেন ৬৬ টাকা। দ্রব্যমূল্য উর্দ্ধগতির এই বাজারে বিড়ি শ্রমিক ও সাহায্যকারীরা অর্জিত মজুরিতে তাঁদের সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন । তাই শ্রমিকরা প্রতি হাজার বিড়িতে ৪ টাকা হারে মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেছিলেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- নিহত তিন শ্রমিকের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- শ্রমিক নেতা
- লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক

- লাশের গোসলদানকারী ব্যক্তি
- আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার খোরশেদ আলম এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মিন্টু আলী

ছবিঃ মোঃ রকিবুল ইসলাম

ছবিঃ মোঃ নজরুল ইসলাম

মোঃ আশরাফুল ইসলাম (২২), শ্রমিক নেতা

মোঃ আশরাফুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২০১২ সালের মে মাসে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা মালিক পক্ষের কাছে মজুরি বাড়ানোর দাবি করে। শ্রমিকদের দাবি ছিল ১ হাজার বিড়ি বানানোর জন্য মজুরি ২১ টাকা থেকে বাড়িয়ে যেন ২৫ টাকা করা হয়। শ্রমিকদের এ দাবি মালিক পক্ষ মেনে নেননি। মজুরি না বাড়ার কারণে শ্রমিকরা মে মাসের ২৬ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন কর্মবিরতি পালন করেন। ৩০ মে ২০১২ মালিক পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানানো হয়, ৩১ মে ২০১২ আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীতে মজুরি বাড়ানোর বিষয়ে এক আলোচনা সভা হবে। এমন সংবাদ শুনে শ্রমিকরা ৩১ মে ২০১২ ফ্যাক্টরীতে আসেন এবং আলোচনা সভায় মজুরি বাড়ানোর দাবি উত্থাপন করেন। দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ লুৎফর রহমানের উপস্থিতিতে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৫ জুলাই ২০১২ থেকে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো হবে। ১৪ জুলাই ২০১২ কয়েকজন শ্রমিক একসঙ্গে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় ম্যানেজার খোরশেদ আলমের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যানেজার খোরশেদ আলম মজুরি বাড়ানো সম্ভব নয় বলে তাঁদের জানিয়ে দেন। এই খবর শোনার পর শ্রমিকরা চলে যান। ১৫ জুলাই ২০১২ শ্রমিকরা সকালে ফ্যাক্টরীতে এসে যথারীতি কাজ শুরু করেন। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধি আবার ম্যানেজার খোরশেদ আলমের কাছে গিয়ে মজুরি বাড়ানোর বিষয়ে জানতে চান। তখন ম্যানেজার বলেন যে, মজুরি বাড়ানো সম্ভব নয়, এই মজুরিতে কাজ না করতে পারলে তিনি ফ্যাক্টরী থেকে চলে যেতে বলেন। এক পর্যায়ে ম্যানেজার গালাগালি করে শ্রমিকদের তার কক্ষ থেকে বের করে দেন। শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ভবনের বাইরে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ম্যানেজারের কক্ষ লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। তাছাড়া শ্রমিকরা ফ্যাক্টরীর ভেতরে থাকা দুটি ট্রাক ভাংচুর করে ও ফ্যাক্টরী থেকে বের হয়ে চলে যেতে থাকে। ফ্যাক্টরী থেকে প্রায় অর্ধেক শ্রমিক বের হওয়ার পর আনসার সদস্যরা ফ্যাক্টরীর মূল গেট বন্ধ করে দেয়। এরপর শ্রমিকরা পশ্চিম পাশের গেটে যায়। শ্রমিকরা

বন্ধ থাকা গেট ভাঙ্গার চেষ্টা করে। এ সময় হঠাৎ করে আশরাফুল গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি ফ্যাক্টরী থেকে বাইরে এসে দেখেন, রাস্তায় মিন্টু আলীর ও পূর্বপাশে রকিবুলের গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে আছে। তখন ঐ লাশ দুটি নিয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। কিছুক্ষণ পরে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, দৌলতপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার অরুণ কুমার মন্ডল, দৌলতপুর থানার ওসি মোঃ লুৎফর রহমানসহ অনেক পুলিশ ও র‌্যাব সদস্যরা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ফ্যাক্টরীতে আসেন। তাঁরা শ্রমিকদের বিক্ষোভ থামিয়ে শান্ত হতে বলেন এবং নিহত পরিবারকে ক্ষতি পূরণ দেয়ার আশ্বাস দেন। পরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ বন্ধ করে।

মোঃ মুরশিদ (২৮), নিহত মিন্টু আলীর বোনের স্বামী

মোঃ মুরশিদ অধিকারকে জানান, তিনি আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর একজন শ্রমিক ও অপর শ্রমিক নিহত মিন্টু আলীর বোনের স্বামী। ১৫ জুলাই ২০১২ প্রতিদিনের মত শ্রমিকরা যথাসময়ে ফ্যাক্টরীতে কাজে যোগদান করেন। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় কয়েকজন শ্রমিক ম্যানেজারের কাছে যান ও ম্যানেজারের তাদের বাকবিত-ার হয়। মুরশিদ তখন গেট দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় দেখেন যে, শ্রমিকদের বিক্ষোভ দমানোর জন্য আনসার সদস্যরা মাথায় হেলম্যাট পরে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তিনি ফ্যাক্টরীর বাইরে গিয়ে তাঁর শ্যালক মিন্টুকে রাস্তার এক পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তিনি কিছুদূর যাবার পর কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পান। কিছুক্ষণ পরে তিনি অন্যান্য শ্রমিকের কাছ থেকে জানতে পারেন, আনসার সদস্যদের গুলিতে দুইজন শ্রমিক মারা গেছেন এবং কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় তিনি ফ্যাক্টরীর কাছে গিয়ে দেখেন, পূর্বপাশে শ্রমিক রকিবুলের গুলিবিদ্ধ লাশ এবং রাস্তায় গুলিবিদ্ধ মিন্টুর লাশ পড়ে আছে।

মোছাঃ রাজিয়া খাতুন (৩৭), মোঃ নজরুল ইসলামের স্ত্রী

মোঃ রাজিয়া খাতুন অধিকারকে জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় তাঁর স্বামী মোঃ নজরুল ইসলাম ফ্যাক্টরীতে যান। দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় তাঁর স্বামীর এক সহকর্মীর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, ফ্যাক্টরীতে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সেই সংঘর্ষের সময় আনসার সদস্যদের গুলিতে তাঁর স্বামী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পরে নজরুলকে চিকিৎসার জন্য শ্রমিক লালচাঁন, আরিফুল, মুকুল মিলে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নজরুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন। তখন তাঁর ভাসুর রেজাউল নজরুলকে সেখানে নিয়ে যায়। রেজাউল তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নজরুলের অপারেশন হওয়ার পরও পরিস্থিতি উন্নত না হওয়ায় ১৬ জুলাই ২০১২ রাতে নজরুল

ইসলামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকায় নেয়ার পথে ১৭ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় নজরুল মারা যান।

ছবিঃ মিন্টু আলী স্ত্রীর আহাজারি

ছবিঃ রকিবুলের স্ত্রীর আহাজারি

ছবিঃ নজরুলের পরিবার

মোঃ মনিরুল ইসলাম (২২), আহত শ্রমিক

মোঃ মনিরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ৫.০০ টায় তিনি ফ্যাক্টরীতে যান। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পারেন, মালিকপক্ষ থেকে মজুরি বাড়ানোর জন্য যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ফ্যাক্টরির কর্তৃপক্ষ তা বাড়াবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে। এমন খবর পাওয়ার পর সমস্ত শ্রমিকরা ফ্যাক্টরী থেকে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। তিনিও বাড়িতে যাওয়ার জন্য ফ্যাক্টরীতে থেকে বের হতে থাকেন। এমন সময় তিনি আনসার সদস্যদেরকে বন্দুক এবং হেলমেট নিয়ে প্রস্তুতি নিতে দেখেন। তিনি ফ্যাক্টরী থেকে বাইরে পূর্বপাশের মেহগনি বাগানে এসে ফ্যাক্টরীর ভেতরে থাকা তাঁর ছোট ভাই রশিদুল হকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ৫/৭ মিনিট পর তিনি দুইটি গুলির শব্দ শুনতে পান। সে সময় শ্রমিকদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তখন তিনি রশিদুলকে খোঁজার জন্য ফ্যাক্টরীর গেটের সামনে যান। সেই সময় হঠাৎ তাঁর ডান হাঁটু এবং গোড়ালির মাঝখানে গুলি লাগে এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান ও অন্য শ্রমিকদের ছুটাছুটি করতে দেখেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কাছে পরিচিত শ্রমিক মোঃ খোকন ও শহীদুল আসেন এবং তাঁরা তাঁর গুলি লাগা জায়গায় গামছা দিয়ে বেঁধে দেন। দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় তাঁকে এম্বুলেন্সে করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার তাঁকে পায়ের গামছা খুলে ব্যান্ডেজ করে দেন। সেখান থেকে তাঁকে শ্রমিক সিরাজ ও শহীদুল এম্বুলেন্সে করে দুপুর আনুমানিক ২.৩০ কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা শেষে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এবং পরে ঢাকার আদ্ দ্বীন হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

মোঃ খোরশেদ আলম, ম্যানেজার, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী, হোসেনাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

মোঃ খোরশেদ আলম অধিকারকে জানান, ফ্যাক্টরীতে আড়াই হাজার শ্রমিক কাজ করে। একজন শ্রমিক প্রতিদিন ১২ হাজার বিড়ি তৈরি করে ২৫২ টাকা মজুরি পায়। যে শ্রমিক সপ্তাহের ৬ দিন কাজ করে তাকে মজুরির সঙ্গে আরো ১০০ টাকা এবং যে শ্রমিক সম্পূর্ন মাস কাজ করে তাকে আরো ১০০ টাকা বোনাস দেয়া হয়। ২০১২ সালের শুরু থেকেই শ্রমিকরা মজুরি বাড়ানোর দাবি

করতে থাকে। শ্রমিকরা অবশেষে মে মাসের ২৬ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করে। তিনি কর্মবিরতির বিষয়টি ফ্যাক্টরীর চেয়ারম্যান ড. শেখ মহিউদ্দিনকে জানান। ড. শেখ মহিউদ্দিনের নির্দেশে তিনি ৩১ মে ২০১২ শ্রমিকদের নিয়ে মজুরি বাড়ানোর বিষয়ে একটি অলোচনা সভা করেন এবং শ্রমিকদের জানান যে, ১৫ জুলাই ২০১২ থেকে মজুরি বাড়ানো হবে। ১৪ জুলাই ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় কয়েকজন শ্রমিক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন তিনি শ্রমিকদের জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ থেকে যে মজুরি বাড়ানোর কথা ছিল তা বাড়ানো হবে না। এ কথা শুনে শ্রমিকরা কোন প্রতিবাদ না করে চলে যায়। ১৫ জুলাই ২০১২ শ্রমিকরা কাজ শুরু করে। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় হঠাৎ করে কিছু শ্রমিক বাইরে থেকে এসে ফ্যাক্টরীতে ঢুকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে এবং সেখানে থাকা দুটি ট্রাক ভাংচুর করে। ফ্যাক্টরীর গোডাউন থেকে শ্রমিকরা মালামাল লুট করে। আনসার সদস্যরা তাকে বাধা দিলে শ্রমিকরা আনসার ক্যাম্পের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। তখন আনসার সদস্যরা নিজেদেরকে বাঁচানের জন্য শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ তিনি চেয়ারম্যান ড. শেখ মহিউদ্দিন, দৌলতপুর থানার ওসি মোঃ লুৎফর রহমান ও কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মফিজ উদ্দিন আহম্মদকে মোবাইল ফোনে শ্রমিক বিক্ষোভের কথা জানান। আনসার সদস্যদের গুলিতে রকিবুল, মিন্টু নিহত হওয়ার পর শ্রমিকরা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পরে প্রত্যেক পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ করে টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ এবং মজুরি বাড়ানোর দাবি মেনে নেয়া হবে বলে জানিয়ে দেন। ১৫ জুলাই ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় দৌলতপুর থানার পুলিশ সদস্যরা তাঁকে থানা হেফাজতে নেন। ১৮ জুলাই ২০১২ তাঁকে দৌলতপুর থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৫ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই ২০১২ পর্যন্ত ফ্যাক্টরী বন্ধ ছিল। ২৯ জুলাই ২০১২ থেকে ফ্যাক্টরী পূনরায় চালু হয়েছে এবং শ্রমিকদের দাবী মেনে নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

ডাঃ সেলিনা সুলতানা স্মৃতি, মেডিকেল অফিসার, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

ডাঃ সেলিনা সুলতানা স্মৃতি অধিকারকে জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় মিন্টু আলী ও মনিরুল ইসলাম নামের দুই ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় খোকন, কামরুল, মন্টু হোসেন ও হান্নান জরুরি বিভাগে আনেন। সে সময়ে মিন্টু আলীকে দেখে তিনি মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং মনিরুল ইসলামের পায়ের গুলিবিদ্ধ জায়গায় ব্যান্ডেজ করে দিয়ে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিতে বলেন।

ডাঃ তাপস কুমার সরকার, আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

ডাঃ তাপস কুমার সরকার অধিকারকে জানান, ১৬ জুলাই ২০১২ সকাল ৮.১০ টায় দৌলতপুর থানার পুলিশ সদস্যরা রকিবুল ইসলাম ও মিন্টু আলী নামের দুই ব্যক্তির লাশ মর্গে আনেন। তিনি

লাশ দুইটির ময়না তদন্ত করেন। রকিবুলের ময়না তদন্ত নম্বর ১০৯ এবং মিন্টু আলীর ময়না তদন্ত নম্বর ১০৮। রকিবুল ইসলাম ও মিন্টু আলী দুইজনের বুকে গুলির চিহ্ন ছিল বলে তিনি জানান।

রেজাউল করিম, সহকারী আনসার কমান্ডার, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী, হোসেনাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

রেজাউল করিম অধিকারকে জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে ম্যানেজার খোরশেদ আলমের নির্দেশে তিনি এবং অন্যরা গুলি ছোঁড়েন। কিন্তু আনসার সদস্যদের গুলিতে যে তিনজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন, এ অভিযোগের ব্যাপারে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি।

এসআই স্বপন কুমার, দৌলতপুর থানা, কুষ্টিয়া

এসআই স্বপন কুমার অধিকারকে জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর বিক্ষোভের সময় আনসার সদস্যদের গুলিতে নিহত হয় শ্রমিক রকিকুল ও মিন্টু। দৌলতপুর থানার পুলিশ সদস্যরা রকিবুলের লাশ এবং খোকন ও কামরুল মিলে মিন্টু আলীর লাশ দৌলতপুর থানায় আনেন। তিনি লাশ দুটির সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। পরে নজরুল নামে আরেকজন মারা গেলে ১৭ জুলাই ২০১২ সকাল ৯.০০ টায় সেই লাশের ও সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি রকিবুল, মিন্টু এবং নজরুলের বুকে ও পিঠে গুলির চিহ্ন দেখতে পান। পরে লাশর ময়না তদন্ত শেষ হলে তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন।

মোঃ ওমর ফারুক, আনসার ও ভিডিপি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত), দৌলতপুর উপজেলা, কুষ্টিয়া

মোঃ ওমর ফারুক অধিকারকে বলেন, ১৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় হোসেনাবাদ আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কর্মরত সহকারী আনসার কমান্ডার রেজাউল করিম মোবাইল ফোনে তাঁকে জানান, শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে তা দমানোর জন্য ম্যানেজার খোরশেদ আলমের নির্দেশে আনসার সদস্যরা গুলি ছোঁড়ে। ঐ সংবাদ পেয়ে তিনি বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় ফ্যাক্টরীতে যান। তিনি আনসার সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। রেজাউল করিম তাঁকে বলেন, আন্দোলনরত শ্রমিকরা ম্যানেজারের কক্ষে প্রবেশ করতে চাইলে, ম্যানেজার খোরশেদ আলম শ্রমিকদের ওপর গুলি ছোঁড়ার হুকুম দেন। দুপুর আনুমানিক ১২.১৫ টায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ দমানোর জন্য আনসার সদস্য রেজাউল করিম একটি, লিটন আলী একটি, আইয়ূব একটি ও রায়হানুল হক পাঁচটি গুলি ছোঁড়ে। পরে তিনি রাইফেলস্‌গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন, বাইরে থাকা ১১০ রাউন্ড গুলির মধ্যে ১০২ রাউন্ড গুলি এবং ৮ টি গুলির খোসা রয়েছে। তিনি দেখেন, শ্রমিকরা ফ্যাক্টরীর সামনে অবস্থান করছে। এ সময় তিনি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রমিদের দাবী মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন।

মোঃ লুৎফর রহমান, অফিসার ইনচার্জ (ওসি), দৌলতপুর থানা, কুষ্টিয়া

মোঃ লুৎফর রহমান অধিকারকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা মজুরি বাড়ানোর দাবী করে আসছিল। ৩১ মে ২০১২ শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে একটি আলোচনা সভা হয়। সেই সভায় তিনি ও উপস্থিত ছিলেন। সভায় ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার খোরশেদ আলম বলেন, ১৫ জুলাই ২০১২ থেকে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো হবে। ১৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ টায় ম্যানেজার খোরশেদ আলম তাঁকে জানায়, মজুরি বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন করছে। এমন সংবাদ পেয়ে তিনি পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ফ্যাক্টরীতে যান এবং দেখতে পান, ফ্যাক্টরির পূর্বপাশে শ্রমিক রকিবুলের ও রাস্তায় মিন্টুর গুলিবিদ্ধ লাশ পরে আছে। তিনি কারখানার ভেতরে ইটের টুকরা, গাছের ভাঙ্গা ডালপালা ও ট্রাকের গ্লাস ভাঙা দেখতে পান। তিনি উত্তেজিত শ্রমিকদের শান্ত হওয়ার জন্য বলেন। ফ্যাক্টরীর মালিকের নির্দেশনা পেয়ে তিনি নিহত পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার আশ্বাসও দেন। কারখানার ভেতরে অবস্থানরত আনসার সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, ম্যানেজার খোরশেদ আলমের নির্দেশে আনসার সদস্যরা গুলি চালিয়েছে। বিকেলে কারখানার পরিবেশ স্বাভাবিক হলে ১৩ জন আনসার এবং ম্যানেজারকে ক্লোজড করে দৌলতপুর থানায় নিয়ে যান। এ ব্যাপারে নিহত মিন্টু আলীর ভাই সেন্টু হোসেন বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৭; তারিখঃ ২৬/৭/২০১২। ধারা ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ দন্ডবিধি। মামলাটি ওসি (তদন্ত) মোঃ জাহির হোসেন তদন্ত করছেন বলে জানান।

মোঃ জাহির হোসেন, অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত), দৌলতপুর থানা, কুষ্টিয়া

মোঃ জাহির হোসেন অধিকারকে জানান, ১৬ জুলাই ২০১২ বৈরাগীরচর ভাঙ্গাপাড়া গ্রামের সেন্টু হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। তিনি সেই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। মামলাটি তদান্তাধীন অবস্থায় আছে। মামলার তদন্তের স্বার্থে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি।

মোহাম্মদ শাহ আলম, জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, কুষ্টিয়া

মোহাম্মদ শাহ আলম অধিকারকে জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ কয়েকটি নিউজ চ্যানেল এর সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, দৌলতপুরে আনসার সদস্যদের গুলিতে ২জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। তিনি ১৭ জুলাই ২০১২ দৌলতপুরে যান। তিনি থানা হেফাজতে থাকা আনসার সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। আনসার সদস্য রেজাউল করিম জানান, খোরশেদ আলমের নির্দেশে আনসার সদস্যরা শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এই ঘটনায় ১৮ জুলাই ২০১২ তিনি বিভাগীয় তদন্ত কমিটির সদস্যদের নিয়ে তিনি পুনরায় দৌলতপুর আসেন। ঐদিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় দৌলতপুর

থানা হেফজতে থাকা ১৩ জন আনসারকে কুষ্টিয়া জেলা আনসার কার্যালয়ে নিয়ে যান। তদন্তের স্বার্থে তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

অরুণ কুমার মন্ডল, পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খুলনা রেঞ্জ, খুলনা

অরুন কুমার মন্ডল অধিকারকে জানান, ১৫ জুলাই ২০১২ কুষ্টিয়ার আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীতে আনসার সদস্যদের গুলিতে তিনজন শ্রমিক মারা যাওয়ার অভিযোগ উঠলে আনসার ও ভিডিপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জাহিদুর রহমান একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তিনি প্রধান সদস্য অপর দুই সদস্য হলেন ঝিনাইদহ জেলার আনসার ও ভিডিপির কমান্ড্যান্ট শাহ আহমেদ ফজলে রাব্বী ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আনসার ও ভিডিপি কমান্ড্যান্ট এটিএম মোস্তফা। ৩১ জুলাই ২০১২ তিনি তদন্ত প্রতিবেদন আনসার ও ভিডিপির মহাপরিচালক বরাবর জমা দেন। অরুণ কুমার মন্ডল আরো জানান, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর কর্তৃপক্ষের ভুলের কারনে আনসার সদস্যরা গুলি চালিয়েছে বলে তিনি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া

মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ অধিকারকে জানান, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীতে ম্যানেজার খোরশেদ আলমের কাছ থেকে জানতে পারেন, ১৫ জুলাই ২০১২ মজুরি বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ চলাকালে দুইজন শ্রমিক মারা গেছে। এ খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান। তিনি বিক্ষোভরত শ্রমিকদের শান্ত হতে বলেন এবং মালিকের পক্ষে দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ১৩ জন আনসার সদস্য ও ম্যানেজার খোরশেদ আলমকে প্রত্যাহার করে দৌলতপুর থানায় নিয়ে যান। ১৮ জুলাই ২০১২ ফ্যাক্টরীর পক্ষ থেকে নিহত রকিবুল, নজরুল ও মিন্টু প্রত্যেকের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক প্রদান করেন।

অধিকারের বক্তব্য

অধিকার বিস্ময়ের সঙ্গে এই ঘটনায় লক্ষ্য করছে যে, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মোঃ খোরশেদ আলম, যার নির্দেশে অভিযুক্ত আনসার সদস্যরা গুলী ছোঁড়ে তাদের কাউকেই হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়নি। চার মাস পার হয়ে গেলেও এই ব্যাপারে শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেয়া ছাড়া আরকোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। অধিকার শ্রমিক হত্যার অভিযোগে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মোঃ খোরশেদ আলম এবং আনসার সদস্যদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-